দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ 13 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

পাবনায় ছাত্রী উপবৃত্তি এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে চলছে ব্যাপক অনিয়ম

পাবনা থেকে হাবিবুর রহমান স্বপন ঃ ছাত্রী উপবৃত্তি এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে চলছে ব্যাপক অনিয়ম।

পাবনা জেলার ৯টি থানার প্রায় সাড়ে ৯শ' ভুয়া ছাত্রীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে উপবৃত্তির তালিকা থেকে। এখনো প্রায় দেড় হাজার ভুয়া ছাত্রী রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত জুলাই মাস থেকে সাড়ে ৯শ' ছাত্রীর নাম বাদ দেয়া হয়। এই কর্মসূচির শর্ত অনুযায়ী উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অবিবাহিত হতে হবে। এছাড়া তাদের শতকরা ৪৫ ভাগ মার্ক ও ৭৫ ভাগ উপস্থিতি থাকতে হবে। উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪শ', ১৭ জনের উপবৃত্তি অযোগ্য ঘোষণা করা হয় ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে। এতে অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হয়। জুলাই '৯৮ পর্যন্ত ভুয়া ছাত্রীর সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে ৯শ' ৫৬ জনের উপবৃত্তি বাতিল করা হয়। সাঁথিয়া, ঈশ্বরদী, সুজানগর, বেড়া, চাটমোহর এবং ভাঙ্গুড়া থানার বেশকিছু অযোগ্য ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাঁথিয়ার খয়েরাড়িয়া শহীদ আহম্মদ রফিক উচ্চ বিদ্যালয়, ছন্দহ উচ্চ বিদ্যালয়, ডেমরা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চাটমোহরের অষ্টমনীষা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্রী ভুয়া বলে অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত চলছে।

ছাত্রীরা পড়া অবস্থাতেই বিয়ে হয়ে পড়া চালিয়ে যায় এবং গরহাজির থাকা ছাত্রীদের তালিকা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানা প্রকল্প অফিসারকে প্রদান বা অবহিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের; কিন্তু রহস্যজনক কারণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা জানান না। বিদ্যালয়ে হাজিরা ও পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ক শর্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। অজ্ঞতার কারণেও কিছু বৃত্তি বাতিল হয়েছি। এগুলো বাতিল করেছেন থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ তদন্তের পর। বিয়ে, গরহাজিরা ইত্যাদি বিষয় অভিভাবকদের জানাই নেই। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের অভিযোগ হলোঃ উপবৃত্তির শর্তের ব্যাপারে প্রথম দিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের অবহিত করেননি। বরং শিক্ষকরা এই কর্মসূচিকে তাদের একটি বাড়তি বোঝা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম-চাল প্রদানে চলছে ব্যাপক ঘাপলা। প্রথমত যেসমস্ত বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি চালু রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিয়ে কোন্দল। কোন কোন এলাকায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে মারামারি এবং কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এখনো কমিটি পুনঃগঠন না হওয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। গম কম দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে। তবে কিছু শিক্ষক গম দেবার এই প্রকল্পকে একটি বাড়তি ঝামেলা হিসেবে মন্তব্য করেছেন।